রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ৫, ১৯৯২

৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯২/৩০শে আশ্বিন, ১৩৯৯

এস, আর, ও নং ২২৯-আইন/৯২—Rural Electrification Board Ordinance, 1977 (LI of 1977) এর section 16 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Rural Electrification Board সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী (অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ১৯৯২

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রয়োগ।—(১) এই প্রবিধানমালা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) এই প্রবিধানমালা ১লা জুলাই, ১৯৯১ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় অথবা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "কর্মচারী" অর্থ বোর্ডের কোন কর্মচারী এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(খ) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

মূল্য : টাকা ৬.০০

(গ) "তহবিল" অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধা তহবিল ;

(ঘ) "পরিবার" অর্থ—

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাহার সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মচারী প্রমাণ করেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার হারাইয়াছেন, তাহা হইলে, উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না , এবং

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাহার স্বামী এবং সন্তান-সন্ততিগণ ও তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী তাহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার কোন ব্যাপারে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(ঙ) "বোর্ড" অর্থ Rural Electrification Board Ordinance, 1977 (LI of 1977) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Rural Electrification Board ; এবং

(চ) "যথাযথ কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত উহার কোন কর্মকর্তা।

৩। তহবিল গঠন।—(১) কর্মচারীগণকে এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধা তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) প্রবিধান ৬(৩) এর দফা (খ) ও (গ) এর অধীনে জমাকৃত অর্থ ;

(খ) প্রবিধান ৬(১) এর অধীনে যে সকল কর্মচারী অবসরভাতা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেই সকল কর্মচারী অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে তাহাদের অনুকূলে কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে প্রতিমাসে বোর্ড যে অর্থ প্রদান করিত সেই অর্থ ;

(গ) বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে সময় সময় তহবিলে প্রদত্ত মঞ্জুরী ;

(ঘ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়।

(২) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা ও অবসরজনিত অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা হইবে।

(৩) তহবিলের জমাকৃত অর্থ কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা করা হইবে।

(৪) বোর্ডের আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ বিভাগ তহবিল নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৪। তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইত্যাদি।—(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বোর্ডের নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি, অতঃপর কমিটি নামে অভিহিত, গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) পরিচালক (অর্থ);

(গ) পরিচালক (কর্মচারী প্রশাসন);

(ঘ) পরিচালক (পি এস এণ্ড এম);

(ঙ) পরিচালক (হিসাব), যিনি উহার আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তাও হইবেন;

(চ) উপ-পরিচালক (কর্ম);

(ছ) তহবিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্মচারীদের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি।

(২) কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিল এর অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

(খ) প্রয়োজনবোধে তহবিলের জন্য, বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, ঋণ গ্রহণ;

(গ) প্রবিধান ৫ এর বিধান অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বোর্ডের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(চ) উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষংগিক কার্যক্রম গ্রহণ;

(৩) কমিটি উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনকল্পে উহার এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৫। তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ।—কমিটি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে তহবিলের অর্থ বা উহার অংশ বিশেষ সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে এমন খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

৬। অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ।—(১) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের ছয় মাসের মধ্যে উহার অধীন অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কোন কর্মচারী লিখিতভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিলে তিনি এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে চাকুরীরত কোন কর্মচারী কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে চাঁদা প্রদান করিতে থাকিলে তিনি এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পরেও উক্ত ফাণ্ডে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিতে পারিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলে—

(ক) তিনি কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিয়া সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন;

(খ) কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে উক্ত কর্মচারীর হিসাবে বোর্ডের প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ তহবিলে জমা হইবে;

(গ) তিনি, অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পূর্বের চাকুরীকালের জন্য কোন আনুতোষিক পাইবার অধিকারী হইবেন না; এবং বোর্ড উক্ত চাকুরীকালের প্রতিটি অর্থ বৎসরের বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে একশত বিশ দিন বা তদুর্ধ সময়ের জন্য উক্ত বৎসরের সর্বশেষ দিবসে উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য মাসিক মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ তহবিলে জমা করিবে;

(ঘ) উক্ত কর্মচারীর চাকুরীকাল অবসরভাতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চাকুরীকাল হিসাবে গণনা করা হইবে; এবং

(ঙ) কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত করা হইবে।

৭। চাকুরীকাল গণনা, ইত্যাদি।—(১) অবসরভাতা পাইবার জন্য শুধুমাত্র পূর্ণ বৎসরকে গণনা করা হইবে, বৎসরের কোন ভগ্নাংশকে গণনা করা হইবে না।

(২) ১৮ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার পূর্বকালীন কোন চাকুরীকাল এবং বিনা বেতনে ছুটিকালীন সময় গণনা করা হইবে না।

(৩) বোর্ডের চাকুরীতে যোগদান করার পূর্বে কোন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরামহীন চাকুরীকালকে (continuous service) গণনা করা হইবে।

(৪) কর্মচারীকে, তাহার পূর্বতন চাকুরীকাল গণনার জন্য উক্ত চাকুরীকালের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ পূর্বক এই প্রবিধান প্রবর্তনের তারিখ হইতে অথবা বোর্ডের চাকুরীতে যোগদান করার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ফরমে পূর্ববর্তী নিয়োগকারী, যদি থাকে, কর্তৃক সত্যায়িত চাকুরী বই অথবা চাকুরীর বিবরণ দরখাস্তের সাথে সংযোজনপূর্বক দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

(৫) পূর্বতন চাকুরী হইতে যদি কোন আনুতোষিক বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, উক্ত অর্থ এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের তারিখ হইতে অথবা বোর্ডের চাকুরীতে যোগদানের ৭ম মাস হইতে অনুর্ধ ২৪ টি মাসিক কিস্তিতে এই বোর্ডের অনুকূলে জমা দিতে হইবে।

৮। অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য নূন্যতম চাকুরী।—কোন কর্মচারী অন্ততঃ দশ বৎসর চাকুরী না করিয়া থাকিলে, তিনি কোন প্রকারের অবসরভাতা পাইবেন না।

৯। পরিবারের জন্য অবসরভাতা।—(১) কোন কর্মচারী অনুন্য দশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারীর অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম তফসিলে বিধৃত হার অনুসারে তিনি যে অবসরভাতা পাইতেন তাহার পরিবার সেই ভাতার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভাতা উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর পনের বৎসর পর্যন্ত পাইবেন।

(২) অবসরভাতা প্রাপ্তি শুরু করিবার পর পনের বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে তাহার মৃত্যুর পর, তাহার পরিবার উক্ত পনের বৎসর মেয়াদের বাকী সময় পর্যন্ত উক্ত অবসর ভাতার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভাতা পাইবেন।

১০। অবসরভাতার হার।—কোন কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা, তাহার প্রাপ্ত সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে, প্রথম তফসিলে বিধৃত হার অনুসারে নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত ভাতা তাহাকে মাসে মাসে প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীর অবসরভাতা মাসিক আট হাজার দুইশত টাকার উর্ধে হইবে না।

১১। অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি।—(১) অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি হিসাবে কোন কর্মচারী এক বৎসর ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন ছুটি ভোগ করা কালে কোন কর্মচারী তাঁহার সর্বশেষ বেতনের হিসাবে ছয় মাসের পূর্ণ বেতন এবং বাকী ছয় মাস উক্ত সর্বশেষ বেতনের অর্ধেক বেতন পাইবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য ছুটি শেষ হওয়ার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবসর গ্রহণ কার্যকর হইবে।

১২। অবসরভাতা সমর্পণ।—কোন কর্মচারী বা তাঁহার পরিবার অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইলে, তিনি বা তাঁহার পরিবার ইচ্ছা করিলে প্রাপ্য অবসর ভাতার অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত হারে এককালীন থোক টাকা গ্রহণ করিতে পারেন:—

চাকুরীকাল	সমর্পিত প্রতিটি টাকার জন্য প্রাপ্য টাকার পরিমাণ
(ক) দশ বৎসর বা তদুর্ধ কিন্তু পনের বৎসরের কম ..	২৩০
(খ) পনের বৎসর বা তদুর্ধ কিন্তু বিশ বৎসরের কম ..	২১৫
(গ) বিশ বৎসর বা তদুর্ধ ..	২০০

১৩। অবসরভাতা গ্রহণের জন্য মনোনয়ন।—(১) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর যাহাতে তাহার পরিবারের প্রাপ্য অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি উক্ত পরিবারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর্মচারী,—

(ক) তিনি এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের সময় চাকুরীরত কর্মচারী হইলে, উক্ত প্রবর্তনের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে; এবং

(খ) তিনি উক্ত প্রবর্তনের পরে চাকুরীতে যোগদান করিলে, চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, দ্বিতীয় তফসিলে বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন এবং উক্ত ফরম যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পূর্বেও যদি কোন কর্মচারী উক্ত উদ্দেশ্যে কোন মনোনয়ন দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত মনোনয়ন, এই

প্রবিধানমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই প্রবিধানমালার অধীনে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন কর্মচারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ দিয়া যে কোন সময় উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রদত্ত মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত নোটিশের সহিত তাহাকে আরও একটি নতুন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে।

১৪। কতিপয় বিধি নিষেধ।—(১) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে তিনি কোন অবসরভাতা পাইবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, অদক্ষতার কারণে কোন কর্মচারী অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, বিশেষ বিবেচনায় তাহাকে সহানুভূতিমূলক ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে, যাহার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর প্রাপ্ত ভাতার দুই-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না।

(২) অবসর গ্রহণের সময় বা অন্য কোন ভাবে চাকুরীর অবসানের সময়, কোন কর্ম-চারীর বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় মামলা বা কোন আদালতে চাকুরী সংক্রান্ত কোন ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন থাকিলে, উক্ত মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত, তিনি বা তাহার পরিবার কোন অবসরভাতা বা অন্য কোন সুবিধাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত কোন মামলায় কোন কর্মচারী যদি কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে বোর্ড উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা বা উহার অংশ বিশেষ প্রদান না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) উক্ত বিভাগীয় মামলা বা ফৌজদারী মামলায় যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবহেলা বা প্রতারণার ফলে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলে বোর্ড তাহাকে বা তাহার পরিবারকে প্রদেয় অবসরভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি হইতে উহার ক্ষতির টাকা আদায় করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষতির টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত অবসরভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান স্থগিত রাখা যাইবে।

১৫। অর্জিত ছুটি নগদায়ন।—(১) চাকুরীতে থাকাকালে কোন কর্মচারী তাহার পাওনা অর্জিত ছুটি ভোগ করিয়া না থাকিলে, তিনি বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার পরিবার উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত জমাকৃত অর্জিত ছুটির অনধিক বার মাসের পাওনা তাহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের সমান হারে এককালীন নগদ প্রাপ্য হইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য অব অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি শুরু হইবার পূর্বে গ্রহণ করা যাইবে না।

১৬। অবসরভাতা, ইত্যাদির দরখাস্ত।—(১) কোন কর্মচারী বা তাহার মনোনীত ব্যক্তি অথবা অনুরূপ কোন মনোনয়ন না থাকিলে, তাহার পরিবার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি এই প্রবিধানমালার অধীনে অবসর ভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় তফসিল এর প্রথম ভাগে বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া উহাতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ উহা ঊর্ধতন কর্মকর্তা বরাবরে জমা দিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে দাখিলকৃত দরখাস্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ঊর্ধতন কর্মকর্তা উক্ত তফসিলের দ্বিতীয় ভাগে বিধৃত ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া অবসরভাতা বা অন্যবিধ সুবিধাদি মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত তথ্যাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে অবসরভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি মঞ্জুর করা হইলে, দরখাস্তকারীকে উক্ত তফসিলের চতুর্থ ভাবে বিধৃত ফরমে একটি অবসরভাতা বহি প্রদান করা হইবে এবং এই বহিতে প্রতি মাসে প্রদত্ত অবসরভাতা লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ এইরূপে প্রদত্ত অবসরভাতা সম্পর্কিত তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন।

১৭। অবসরভাতা, ইত্যাদি পরিশোধের স্থান।—এই প্রবিধানমালার অধীনে প্রদেয় অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাসম্ভব উহার প্রাপক কর্তৃক উল্লিখিত বোর্ডের কোন শাখা অফিস বা কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হইবে এবং উক্তরূপ কোন ব্যাংকের মাধ্যমে অবসরভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে বোর্ড উক্ত শাখা অফিস বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৮। প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।—অবসরভাতা ও এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অন্যান্য সুবিধাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা হইবে এবং এইরূপ অনুসরণে কোন অসুবিধা দেখা দিলে এতদবিষয়ে সরকারের কোন সাধারণ নির্দেশসাপেক্ষে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

প্রথম তফসিল

[প্রবিধান ১০ দ্রষ্টব্য]

চাকুরীকাল	প্রাপ্য অবসরভাতার হার (সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের %)
(ক) ১০ বৎসর	৩২%
(খ) ১১ ,,	৩৫%
(গ) ১২ ,,	৩৮%
(ঘ) ১৩ ,,	৪২%
(ঙ) ১৪ ,,	৪৫%
(চ) ১৫ ,,	৪৮%
(ছ) ১৬ ,,	৫১%
(জ) ১৭ ,,	৫৪%
(ঝ) ১৮ ,,	৫৮%
(ঞ) ১৯ ,,	৬১%
(ট) ২০ ,,	৬৪%
(ঠ) ২১ ,,	৬৭%
(ড) ২২ ,,	৭০%
(ঢ) ২৩ ,,	৭৪%
(ণ) ২৪ ,,	৭৭%
(ত) ২৫ ,, বা তদূর্ধ	৮০%

দ্বিতীয় তফসিল

[প্রবিধান ১৩ দ্রষ্টব্য]

(অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি গ্রহণের জন্য মনোনয়ন)

মনোনিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	কর্মচারীর সাথে মনোনিত ব্যক্তির সম্পর্ক	মনোনিত ব্যক্তির বয়স	মনোনিত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অবসরভাতার পরিমাণ (শতকরা হারে)	যদি মনোনিত ব্যক্তি মনোনয়নকারী কর্মচারীর পূর্বে মারা যান, সেক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম, ঠিকানা ও সম্পর্ক (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫

সাক্ষী :

১।

২।

৩।

কর্মচারীর স্বাক্ষর : ....

নাম : ....

পদবী : ....

বিভাগ/শাখা : ....

তারিখ : ....

তৃতীয় তফসিল

[প্রবিধান ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

প্রথম ভাগ

'ক' অংশ

(অবসরভাতা/অবসরজনিত অন্যান্য সুবিধাদি এর জন্য আবেদনপত্র)

১। কর্মচারীর নাম (স্পষ্টাক্ষরে) :

২। অবসর গ্রহণকালে পদবী ও কর্মস্থল :

৩। জন্ম তারিখ :

৪। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ :

৫। কর্মচারীর বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়ার/চাকুরীর ২৫ বৎসর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ/চাকুরীর ২৫ বৎসর পূর্তিতে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক অবসর প্রদান/বিভাগীয় মামলার পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক অবসর প্রদান-এর ক্ষেত্রে অবসর কার্যকর হওয়ার তারিখ (অপ্রযোজ্যটি কাটিয়া দিন)। :

৬। চাকুরীকাল :

৭। সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন :

৮। অবসরভাতা প্রাপ্য হইলে উহার যে পরিমাণ সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক (শতকরা হারে)। :

৯। অর্জিত ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রে, প্রাপ্য ছুটির পরিমাণ। :

১০। কর্মচারী স্বয়ং আবেদনকারী না হইলে—

(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :

(খ) কর্মচারীর সহিত আবেদনকারীর সম্পর্ক :

(গ) আবেদনকারী কর্মচারী কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন কিনা (মনোনীত না হইলে প্রাপকগণ প্রদত্ত ক্ষমতাপত্র দাখিল করিতে হইবে)। :

১১। বোর্ডের যে অফিস হইতে অবসরভাতা/অন্যান্য সুবিধার টাকা পাইতে আগ্রহী। :

(ক) অবসরভাতা :

(খ) সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে এককালীন থোক টাকা। :

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা :

ঘোষণা পত্র

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য আমার জানামতে সঠিক এবং আমি নির্ধারিত ফরমে ইতিপূর্বে অবসরভাতার জন্য দরখাস্ত করি নাই। এই আবেদনের সূত্রে আমি যদি কোন অতিরিক্ত অবসরভাতা বা অন্যান্য অর্থ গ্রহণ করি, তাহা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিব।

....

তারিখ : কর্মচারীর/আদেনকারীর দস্তখত

তৃতীয় তফসিল

প্রথম ভাগ

'খ' অংশ

(কর্মচারীর/আবেদনকারীর নমুনা স্বাক্ষর ও আংগুলের ছাপ)

আবেদন পত্রের 'ক' অংশে উল্লিখিত অবসরভাতা/অবসরজনিত সুবিধাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি এতদ্বারা আমার নমুনা স্বাক্ষর ও আংগুলের ছাপ নিম্নে প্রদান করিলাম।

নমুনা স্বাক্ষর

(১) .... (২) .... (৩) ....

আংগুলের ছাপ

বৃদ্ধাংগুলি	তর্জনী	মধ্যমা	অনামিকা	কনিষ্ঠা

কর্মচারীর/আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....

সত্যায়িত

নাম : ....

....

তারিখ : ....

উর্দ্ধতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর।

তৃতীয় তফসিল

দ্বিতীয় ভাগ

'ক' অংশ

[প্রবিধান ১৬(২) দ্রষ্টব্য]

(অবসরভাতা/অবসরজনিত সুবিধাদির আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কর্মচারীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা নিম্নের অংশ পূরণ করিবেন)

১। কর্মচারীর নাম :

২। পিতার নাম :

৩। জাতীয়তা :

৪। কর্মচারীর সহিত ডাকযোগে যোগাযোগের ঠিকানা :

৫। অবসরভাতা প্রাপ্য হইবার অব্যবহিত পূর্বে কর্মচারীর পদের নাম :

৬। কর্মচারীর জন্ম তারিখ :

৭। সনাক্তকরণ চিহ্ন :

৮। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ :

৯। অবসরভাতা প্রাপ্যতার তারিখ :

১০। আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ :

১১। চাকুরীকাল :

১২। প্রার্থীত অবসরভাতা অন্যবিধ সুবিধার ধরণ :

১৩। সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন :

১৪। প্রার্থীত মাসিক অবসরভাতার মোট পরিমাণ :

১৫। প্রস্তাবিত সমপনের পরিমাণ :

১৬। প্রাপ্য নীট অবসরভাতার পরিমাণ :

১৭। অবসরভাতা ইত্যাদি পরিশোধের স্থান----

(ক) অবসরভাতা :

(খ) সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে এককালীন থোক টাকা। :

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা :

১৮। যে তারিখে অবসরভাতা প্রদেয় হইয়াছে বা হইবে :

....

উর্দ্ধতন কর্মকর্তার দস্তখত।

তৃতীয় তফসিল

দ্বিতীয় ভাগ

'খ' অংশ

[প্রবিধান ১৬(২) দ্রষ্টব্য]

(চাকুরীর হিসাব)

(পারসোনেল বিভাগ পূরণ করিবে)

চাকুরীর, ছুটি ইত্যাদির বর্ণনা	হইতে.... পর্যন্ত.... সময়কাল
১। চাকুরীর মোট সময়কাল (বিরতি এবং অগণনাযোগ্য চাকুরীকাল, যদি থাকে, তাহাসহ)	
২। অসাধারণ ছুটি	
৩। কর্মরত বা ছুটি হিসাবে গণ্য হয় নাই এইরূপ সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকার সময়কাল (যদি থাকে)	
৪। চাকরীকালে কোন বিরতী থাকিলে উহার সময়কাল	
৫। বিরতি মার্জনা না করা হইলে বিরতির পূর্ববর্তী চাকুরীকাল	
৬। ইস্তফাদানের ফলে বাজেয়াপ্তকৃত চাকুরীকাল	
৭। অননুমোদিত অনুপস্থিতি	
সর্বমোট চাকুরীকাল	

নীট গণনাযোগ্য চাকুরীকাল ....

চাকুরীতে মার্জনাকৃত ঘাটতি..

সর্বমোট চাকুরীকাল ....বৎসর ....মাস.......দিন......

পারসোনেল বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত
কর্মকর্তার দস্তখত।

তৃতীয় তফসিল

দ্বিতীয় ভাগ

'গ' অংশ

[প্রবিধান ১৬(২) দ্রষ্টব্য]

(অবসরভাতার/অর্জিত ছুটি নগদায়নের হিসাব)

(পারসোনেল বিভাগ পূরণ করিবে)

১। প্রাপ্য মোট অবসরভাতার পরিমাণ..

সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূল বেতন
.... টাকার ....
...................(%হার)
.... টাকা।

২। শতকরা..............ভাগ.......... সমর্পনের পর নীট অবসরভাতার পরিমাণ।

৩। সমর্পিত অবসরভাতা ....টাকার প্রতি টাকার বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন থোক টাকার পরিমাণ...........

৪। কর্মচারীর অর্জিত ছুটির নগদায়নের বিবরণ--

(ক) ছুটির পরিমাণ.................

(খ) প্রাপ্য টাকার পরিমাণ.............

....

পারসোনেল বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত।

২৪৫

তৃতীয় তফসিল

দ্বিতীয় ভাগ

'খ' অংশ

[প্রবিধান ১৬(২) দ্রষ্টব্য]

(যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ)

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম .... এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক। সুতরাং আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে তাঁহাকে মাসিক নীট অবসরভাতা .... টাকা এককালীন থোক টাকা হিসাবে .... টাকা অর্জিত ছুটির নগদায়ন বাবদ .... টাকা এতদ্বারা মঞ্জুর করা হইল।

অথবা

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম .... এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক নহে এবং সেই কারণে তাঁহার অবসরভাতা নিম্নবর্ণিত হারে হ্রাস করিয়া, আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে, মঞ্জুর করা হইল।

(ক) নীট অবসরভাতার পরিমাণ ....

(খ) এককালীন থোক টাকা ....

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন ....

অবসরভাতার প্রাপ্যতা শুরু হইবার তারিখ ....

....

পরিচালক (প্রশাসন) এর দস্তখত ও সীলমোহর।

তৃতীয় তফসিল

দ্বিতীয় ভাগ

'ঙ' অংশ

[প্রবিধান ১৬(২) দ্রষ্টব্য]

(এই অংশ আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ পূরণ করিবে)

১। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য চাকুরীকালের পরিমাণ ....

২। চাকুরী গণনার ক্ষেত্রে পারসোনেল বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ, যদি থাকে ....

৩। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য-

(ক) অবসরভাতার পরিমাণ ....

(খ) এককালীন থোক টাকার পরিমাণ ....

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়ন এর পরিমাণ ....

৪। ক্রমিক নং-৩ এ উল্লিখিত পরিমাণ সম্পর্কে পারসোনেল বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ ....

৫। অবসরভাতা প্রাপ্যতার শুরু হইবার তারিখ ....

....

আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত।

(পারসোনেল বিভাগ পূরণ করিবে)

১। অবসরভাতার হিসাব নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে উহার হিসাবে সঠিক পরিমাণ ....

২। অবসরভাতা/এককালীন থোক টাকা/অর্জিত ছুটি নগদায়ন এর ইস্যুর নম্বর .... তারিখ ....

....

পারসোনেল বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত।

তৃতীয় তফসিল

তৃতীয় ভাগ

[প্রবিধান ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

(অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রদানের আদেশ)

নম্বর .... তারিখ ....

প্রতি :

অবসরভাতার শ্রেণী ও উহা মঞ্জুরী আদেশের তারিখ।	গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ চিহ্ন।	উচ্চতা		জন্ম তারিখ	গ্রহণকারীর ঠিকানা।	প্রদেয় মাসিক অবসরভাতার পরিমাণ।
		মিটার	সেন্টিমিটার			

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এতদ্বারা জনাব/বেগম ....
এর অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতে—

(ক) নীট অবসরভাতা হিসাবে .... টাকা মঞ্জুর করা হইল। উক্ত অবসরভাতা প্রতি মাস শেষ হইবার পর তাহাকে/মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম ....কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(খ) ....টাকা সমর্পনের বিপরীতে .... টাকা এককালীন মঞ্জুর করা হইল, যাহা এককালীন তাহাকে/মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম..............................কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন বাবদ .... টাকা মঞ্জুর করা হইল, যাহা তাহাকে/মনোনীত ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম .... কে প্রদানযোগ্য হইবে।

তৃতীয় তফসিল

চতুর্থ ফর্ম

[প্রবিধান ১৬(৩) দ্রষ্টব্য]

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

অবসরভাতা পরিশোধ বহি

ছবি

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ও সর্বশেষ পদ ....

অবসরভাতা গ্রহণকারীর নাম..

কর্মচারী/অবসরভাতা গ্রহণকারীর ঠিকানা ....

অবসরভাতা প্রাপ্যতা ও অনুমোদনের তারিখ	জন্ম তারিখ	অবসরভাতার প্রকৃতি	মাসিক মোট অবসরভাতার পরিমাণ

সূত্র নং ....

তারিখ ....

পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত ভাবে প্রদান করুন

জনাব/বেগম..

নীট অবসরভাতা ....টাকা (কথায়) ....

..............................টাকা যাহা প্রতি মাস শেষ হওয়ার পর

পরিতোষিকের এবং সমর্পিত অবসরভাতার বিপরীতে এককালীন ....টাকা

প্রদান করুন।

....

যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

প্রতি ....

....

....

প্রদত্ত অবসর ভাতার বৎসর ও মাস	পরিশোধের তারিখ	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	বিতরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
জানুয়ারী, ১৯				
ফেব্রুয়ারী, ১৯				
মার্চ, ১৯				
এপ্রিল, ১৯				
মে, ১৯				
জুন, ১৯				
জুলাই, ১৯				
আগষ্ট, ১৯				
সেপ্টেম্বর, ১৯				
অক্টোবর, ১৯				
নভেম্বর, ১৯				
ডিসেম্বর, ১৯				

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আদেশক্রমে
লুৎফুল কবির
পরিচালক।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।